অনুরক্তি

এহ্‌সান রোমান

Tuesday, 5th August 2025

Vol. 17 No. 36

Mataal Hawa, Dhaka-1207

উৎসর্গ

আলতামিকা আলাভীকে

আমার দুঃখদিনের রক্তকমল তোমার করুণ পায়ে।

সূচিপত্র

শ্রাবণ, ১৪৩২

কবিতার নাম	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
পরিত্রাণ	আজি এ ঘাটে বসে, চেয়ে আছি…	১
অসীম বৃত্ত	হে অনাদি, অন্তহীন, নিখিল ভুবন…	৩
জাগরণ	হে সত্তা, জাগো আজি, ত্যজি তব…	৪
অভ্যুত্থান	অনেক ঘুম হয়েছে, হে পান্থ, আর নয়	৬
The Nest	Alas, what folly hath consumed…	৭
আলোকপ্রাপ্তি	আমার আলোকপ্রাপ্তি হল যেই ক্ষণ…	৯
দ্বন্দ্ব	নেভা দ্বীপে জ্বালাই শিখা বারেবারে…	১১
অরণ্য	বনের বুক হতে তুলিল খুকি রাঙা…	১২
স্ফুলিঙ্গ	আমি এক মায়াবিনীর প্রেমে ডুবেছি…	১৩
বিষমধু	হে অসীম সুন্দরী, তব রূপে আমি…	১৪
সাধনা	হে সায়াহ্নের মেঘ, মোর সাধনার ধন…	১৫
আনন্দধ্বনি	আজিকে দুই নয়নে স্নেহের হাসি…	১৬
সাঁঝ	আঁধার যবে গ্রাসে মোর হৃদয়তল…	১৮

পরিত্রাণ

আজি এ ঘাটে বসে, চেয়ে আছি অনিমেষ,
কালের স্রোতে ভাসে জীবন-তরীর রেশ।
প্রভাতের রক্তিম আভায় যে প্রাণ চঞ্চল,
সন্ধ্যা নামিলে কেন, রহে সে কেবল অচল?

ওহে কাণ্ডারী মোর, ভব-সাগরের কূলে,
এ নশ্বর প্রাণ কেন, রহে তব পথ ভুলে?
মুখে লয়ে নাম, জপি অনুক্ষণ,
তবুও কেন প্রভু, নাহি পাই দর্শন?
দীনহীন জেনে কি, করবে না পার?
কৃপা করো মোরে, ওহে কর্ণধার।

নয়নের পলকে কত আসে, কতই বা যায়,
রাজা ও ভিখারি সবে, একই পথে ধায়।
যাহারা নবীন, যৌবনের তেজ লয়ে,
তারাও তোমায় ছুঁয়ে, কালের তরী বেয়ে
পার হয়ে যায় মোর আগে, অলক্ষ্য পানে;
আমিই কেবল কেন, পড়িয়া রই এ মর্ত্য শ্মশানে?

এই কি বিধান তব, হে নির্মম বিধি?
দিয়েছ এ যাত্রা কেন, যদি না মিলিবো নিধি?
এ কি নিয়তি তবে, এ কি বিধাতার খেলা?

প্রেমের মরীচিকা লয়ে, কাটে কি শুধু বেলা?

আহা, এ হৃদয় মোর, কামনার জ্বালায় দগ্ধ,
তবুও কেন সে তব, করুণা হতে রুদ্ধ?
নাহি কি মুক্তি তবে, এ ঘোর কুয়াশা হতে?
নাহি কি পরশ তব, এ ধূলিময় পথে?

দিনের আলোতে যত, ছায়া ঘনাইছে ধীরে,
আমার এ পথচলা, নাহি হবে কি তীরে?
যখন নিভে আসে দীপ, যখন ফুরায় গান,
তখনও কি রবে তুমি, হে অনন্ত প্রাণ?
তোমারই চরণে, সঁপেছি এ প্রাণ,
কাটো এ মোহ ঘোর, করো পরিত্রাণ।

অসীম বৃত্ত

হে অনাদি, অন্তহীন, নিখিল ভুবন-নাথ,
তোমারি করুণা তরে আকুল এ জীর্ণ হাত।
ছড়িয়েছে পাপরাশি, ভুল করেছি কতবার,
ক্ষুদ্র জ্ঞান, ক্ষুদ্র পথ, ক্ষুদ্র সব অধিকার।

তবুও তোমার ক্ষমা বহে যায় অবিরাম,
ভুলিনি কভু তোমারে প্রভু, তোমারি পুণ্য নাম।
হৃদয়ে জাগে যে প্রেম, অনন্ত যার ধারা,
তেমনি তোমার প্রেমে লীন হতে চাহি সারা।

গভীর বিরহে যেমন জাগে ব্যাকুলতা,
তেমনি তোমার তরে জাগে এই নীরবতা।
অতল প্রেমে যেমন জাগে উন্মাদনা,
তেমনি তোমার তরে এই মোর আরাধনা।

সকল অহং দিয়ে, সকল বিনয় ভরে,
তোমারি চরণে নমি, এই ক্ষুদ্র জীবন তরে।

জাগরণ

হে সত্তা, জাগো আজি, ত্যজি তব মৌন সাধনা,
কেন মিছে বাঁশি বাজাও, কেন এ বৃথা ক্রন্দনা?

যখন জগৎ জুড়ে বাজে শঙ্খ, জাগে অগ্নিজ্বালা,
কোথায় সে মূক জন, যার বক্ষে দুঃখের মালা?
অক্ষমের বক্ষ হতে চুমি লয় রক্ত যত পাপ,
অবিচার হাসে মুখে, দাসত্বে কাঁপে যার শাপ।

যখন সূর্যের আলো আঁধারে পশে ধীরে,
প্রাণ যেন জেগে ওঠে পাখিদেরই সুরে।
কেন এতকাল পরে আজ মন জাগে ফিরে,
অবাধ প্রাণের ধারা, রুদ্ধ রবে না দূরে।

বুক কাঁপে থরথর, শিলা খসে পাহাড় হতে,
উথলে ফেনিল জল, রোষে যেন গর্জায়।
ঘুরে ফিরে পথ খোঁজে, রুদ্ধ কারার পথে,
কেন এ পাষাণ বাঁধন, প্রাণ কেন কাঁদে হায়।

হে বিধাতা, ভাঙো সব, যত আছে জীর্ণ বাধা,
প্রাণপণে সাধো আজ, হৃদয়ের মহৎ সাধন।
তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে করো তীব্র আঘাত,
আলোড়িত প্রাণে আর কিসের ভয় এখন!

জগতের ভয় যাবে দূরে, রবে না কোনো সংশয়,
মুক্ত প্রাণের ধারায় নবজাগরণ নিশ্চয়।

অভ্যুত্থান

অনেক ঘুম হয়েছে, হে পান্থ, আর নয়,
সূর্য এসেছে মুছে দিতে কুয়াশার ভয়।
শিশিরে পিচ্ছিল পথ, অগ্নি-রসনায়
চুমে করেছে খাঁটি, ওঠো, হাঁটো পথায়।

কত দূর, কে জানে? রথও নেই হাতে,
বালু-তাপ-কাঁটায় শ্লথ পদযাত্রার রাতে;
তবু আলো আছে, জাগ্রত নয়ন মেলে,
মাথার জঞ্জালও আজ ধীরে ধীরে ঢলে।

পথে হয়তো নদী-খাল আঁকবে বাধার ছায়,
তবু দেরি নয় আর, গতি তোলো নির্ভয় হায়।
মধ্যাহ্নে ঘুম ভেঙেছে, গোধূলী-পথে ভয় ক্ষয়,
মধ্যপথে, তোলো গতি, দুর্দম, দুর্জয়!

The Nest

Alas, what folly hath consumed our days,
As from a vessel, lost in misty maze!
No longer shall we wander on this strand,
A weary anchor on a barren land.
The ghostly dreams that held our souls in thrall,
Must break their chains, and answer life's new call.
From bitter grief, and from the hand of fate,
Let us be free, ere it be called too late.

Now let us wake, and with our weary eyes,
Behold the world beneath the morning skies!
To cast aside the burden of our past,
A gilded dawn, with shadows overcast.
For one life's span, in folly and in sin,
Shall not be lost, where a new day begins.
No more shall we, with headstrong, reckless pace,
Forget our path, and lose our destined place.

'Tis time for change, a tide of waking souls,
To mend our charts, and seek new, unknown shoals.

Before the sun descends, and shadows creep,

Let us return, our promises to keep.

আলোকপ্রাপ্তি

আমার আলোকপ্রাপ্তি হল যেই ক্ষণ,
দেখেছি দ্বীপের শিখা যুগের পুণ্যধন।
এরও আগে কত বর্ষ আলোর প্লাবনে
পলির শক্তি ঢেকেছিল ধরার আপন গগনে;
ফুল ফুটেছে তবু, তারা সব দেখিয়েছে,
যারা একই আলো পেয়েছিল, পথ দেখিয়েছে।

ইতিহাসে তাদের মাঝে কেউ কেউ এসে,
জ্বেলেছে নতুন দ্বীপ আলোর শ্বাসে;
কিছু মিলিয়ে গেছে আঁধারে অবশেষে,
তবু নিমেষে, ব্যাকুল হাতে,
আবার জ্বলে দ্বীপ নব নব রাতে।

আকাশের কোলে নীলপটে আঁকা,
তারার দ্বীপ দলে দলে হয়েছে ফাঁকা;
মানুষে চিনিয়েছে পথ, হায় তবু শুনি,
এখনও অনেক চোখে 'সাগর' অদেখা রই,
'দ্রাঘিমা' দেখেছে শুধু আলো-পটু গুণী।

এভাবে আলোকপথে কত আগন্তুক,
দেখেছে খণ্ড-খণ্ড দৃশ্য উৎসুক,

দেখিবে কি সেদিন, একাকার মুখ,
নিজের অবিভক্ত রূপে ধরা দেবে সুখ?

দ্বন্দ্ব

নেভা দ্বীপে জ্বালাই শিখা বারেবারে প্রিয়,
নৈকট্যের কালি মুছি, আঁধার তবু ন'হরিও।
কেন্দ্র জুড়ে রয়ে গেছে ঘন অচল রাত,
পরিধিতে আলেয়ারা ডাকে নিঃসঙ্গ প্রভাত।

জোনাকিরা স্ফুলিঙ্গে জ্বলে বিদ্যুতের মতো,
লুব্ধ নয়ন মুগ্ধ হয়ে চায় সুদূর যত।
দিনের পর দিন ডাকিয়াছি কাছে আনার তরে,
প্রহরের পর প্রহর কেটেছে নীরব ঘোরে।

চকিত নয়নে তাই দেখি, হায়, এত দেরি!
আঠাল আঁধার জড়িয়ে ধরে কেন্দ্র গেরি।
ভোরের বৃত্ত ক্ষীণ হয়ে যায় আলোর ধারা,
দশ দিকের আঁধার নদী গ্রাস করে সারা।

রয়ে গেল কুৎসিত পলি, ভোরে আলো পড়ে,
অসংযত ছায়া আঁকে কালো রেখা ঘোরে।
গুহায় নাবিক চেয়ে দেখে ভয়-ভরা দিক,
আধেক আলো, আধেক আঁধার, দশ দিক শ্বাসহীন নিক।

অরণ্য

বনের বুক হতে তুলিল খুকি রাঙা গোলাপ ফুল,
সাথে তার ক্ষুদ্র কাঁটাটি, নীরব থাকিল ভুল।
অলক্ষ্যে ফিরল গৃহপথে, স্বপ্ন-চোখে হাসি,
পুষ্প রাখিল স্নিগ্ধ পাত্রে, প্রেমে ভরিল বাসি।

প্রভাত-সাঁঝে জল ঢালিয়া, করে যত স্নেহ,
মুগ্ধ চোখে চাহে শুধু পুষ্প-রূপের কলে, মধুর গন্ধ গেহ।
তবু কেন প্রতি স্পর্শেতে, চুম্বন-প্রান্তে তাতে,
বিষের মতো ফোটে কাঁটা, ব্যথা জাগায় রাতে?

শৈশব তার ফুলের দেশে, ছিল না ব্যথার ছোঁয়া,
গোলাপ ফুটে ঝরেছে তবু, কাঁটার ছিল না বোয়া।
তবু হায়, ঘরে আনিলে, বাঁধিল প্রেমের ফাঁস,
কেন যে কাঁটা রক্ত ঝরায়, মুছে নেয় সুবাস?

হয়তো প্রেমের এই তো ধর্ম, কাছে আনিলে বেশ,
ফুলের সাথে কাঁটা আসে, সুখের সাথে রেশ।

স্ফুলিঙ্গ

আমি এক মায়াবিনীর প্রেমে ডুবেছি গভীর,
মেঘের ওপারে তার দেশ, আকাশের নীর।
দেয়াল টপকায় সে দুঃসাহসী তরে,
পাড়ি দেয় নক্ষত্র-সাগর, গোপন আঁধারে।

আমি তখন শয্যায় চুম্বকের মতো বাঁধা,
ঘন ঘন স্বপ্ন এসে ডুবায় দু'চোখে কাঁধা।
স্বপ্নের সমুদ্রে ডুবে সহস্র ঝিনুকের খোঁজে,
মুক্তা তুলে রাখি নীরব সোহাগের বোঝে।

সোনার কাঠির মতো ছুঁই অলস প্রবালের ঘাড়,
রাত হয় স্বপ্নভূবন, রত্নভাণ্ডার ভার।
সাগর-গভীরে কত রত্ন অদেখা রয়,
দু'চোখে বরফ হয় শিশিরের ক্ষয়।

ভোরের আলোয় দেখি বালিশের প্রান্তে,
তার ছবি কোমল স্নেহের কান্তে।
তখনই বুঝি, সে সারারাত প্রহর,
আমার শিয়রে বসে পড়েছে স্বপ্নের মন্ত্র।

বিষমধু

হে অসীম সুন্দরী, তব রূপে আমি পাপী,
ভিখারি, অদম্য চিন, হৃদয় শূন্য শাপী।
তোমার কেশে আঁধার, কপালে চন্দ্রলোক,
অধরে প্রভাত-রাগিনী, গ্রীবায় নক্ষত্রশোক।

তোমার চোখে লুকায় ঝড়, মেঘে-ঢাকা ক্ষুধা,
স্পর্শেতে জন্মে জ্বর, নিঃশ্বাসে জ্বলে বুধা।
তোমার পদধ্বনি আসে, ফুলে জাগায় ঢেউ,
তোমার হাসি ভাঙে ধ্রুব, স্বপ্নে জাগে নব্য বেউ।

রূপ তব শাপও বটে, মধুর ব্যথার ধ্বনি,
যেন বিষমধু-ঘ্রাণে গোপন বিষের বাণি;
মন আমার বাঁধা তব অবিরাম আলিঙ্গনে,
পাপের সাথে প্রেম জড়ায় লাজুক প্রতিঘ্রণে।

তুমি করেছ আমায়, এ জীবনে দিন দিন,
সত্যই পরিণত মানসিক চরিত্রহীন।

সাধনা

হে সায়াহ্নের মেঘ, মোর সাধনার ধন,
শূন্য মোর গগনেতে একাকী তোমারই ভাসন।
আপন মনের মাধুরী দিয়ে তোমায় করেছি সৃজন,
তুমি শুধু আমার, তুমি মোর জীবনের প্রিয়জন।

মম হৃদয়ের রক্তে রাঙা তোমার পথের ধুলি,
সন্ধ্যার নরম ছায়ায় তোমার আগমন ফুঁলি।
সুখ-দুঃখের স্রোতে মিশে তব অধরের হাসি,
তুমি মোর নিশ্চিন্ত নদী, চির-অন্তরবাসী।

মোর মোহ-অঞ্জনে তব নয়ন রঞ্জিত,
মুগ্ধ সে দৃষ্টি তব, মোর অন্তরে রচিত;
আমার গানের সুরে তব অঙ্গে বন্ধন নির্মিত,
তুমি শুধু আমার, মোর চির প্রেয়সী নিশ্চিত।

ওগো মোর চির সখী, তুমিই তো সর্বজন,
জীবন-মরণ জুড়ে তোমারই তো আসন।

আনন্দধ্বনি

আজিকে দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্রে আগুনবরণ,
আজিকে তোমার তরে দীপ্ত হলো বিশ্ব-ভুবন।

তোমার মুক্তকেশ যেন্ মেঘ, লুকায় যত অশনি,
তব আঁচল করে ঝলমল যেমন আকাশতলে রৌদ্রবসনী!
যে নয়নে তোর আশা ঝিলিক তুলিল না দুঃখের ক্ষণে,
আজ সে মুখে প্রভাত রাগিণী, উঠিছে হেসে উন্মনে।
অনাদরে দেখিনি তোকে, ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা,
দরিদ্র ঘরে থাকবি পড়ে, দুঃখের বুঝি নাইকো সীমা।
ভেবেছিলেম অন্ধকারে কাঁদবি তুই একা,
কিন্তু আজ প্রভু করেছে অনিয়ম গড়েছে শুভপথরেখা।

কোথা সে তোর জীর্ণ বেশ, কোথা সে মলিন হাসি?
আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে গেছে তোর চরণের দীপ্তিরাশি!
দুঃখের রাত্রি পেরিয়ে এলে আলোছায়ার গৃহে,
প্রেমের দীপে জীবন জ্বালো অক্ষয় আলোকদীপ্তিতে।
আজি এই শুভক্ষণে নেই ভয়ের ছায়া, সুখে পূর্ণ ধরণী
অভয়বাণী বাজুক হৃদয়মাঝে, ওগো হৃদয়হরণী!

যাও নবধর্মপথে, যাও প্রেমের গৃহে দীপ জ্বেলে,
গ্লানি-জরা, জীর্ণতার রেখা মুছে দাও হৃদয় মেলে।

আজ এই বিবাহ-যাত্রায় রবি উঠুক গগনপানে,
তুমি যে এসেছ ধরায়, আছড়ে পড়ুক সুখের গানে।

আজি জাগুক সবার মাঝে অনন্ত মায়া।

সাঁঝ

আঁধার যবে গ্রাসে মোর হৃদয়তল,
আশার প্রদীপ কাঁপে নিভু নিভু করি।
স্মরি তব নাম, হে মোর চির মঙ্গল,
হৃদয়ে জাগিছে নবীন জ্যোতি লহরী।

তব পবিত্রতা মোর আত্মারে ঘিরি,
মুছে দেয় যত কলুষ আর ক্লেশ;
আঁধারের মাঝে তব করুণা বিচ্ছুরি,
জ্বালিছে যে আলো, নাহি তার শেষ।

তোমারি চরণে সঁপিনু এ জীবন,
তুমিই মোর ভরসা, তুমিই ত্রাণ।

Reach out to the author—
Ahasun R. Tico

https://facebook.com/MyAhasun
ahasunroman@gmail.com

J. Ser. : 202508029.0.G

Date : 14th Bhadra 1432 / 29th August 2025

Open access | No attribution required
non-commercial use only

Vol. 17 No. 36

DOI : 10.5281/zenodo.16990668

Reich Directorate of Public Enlightenment and Publications

Mataal Hawa